Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বুধবার the ৩০ day of নভেম্বর **, ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১০৭৬/২০১২, ৩১২৫/২০১২,

১. বলাই চক্রবর্তী
২. মনোতোষ ভট্টাচার্য্য
৩. হেম বিকাশ ভট্টাচার্য্য

Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২৩/১১/২০১৬ খ্রিঃ,১৭/১১/২০১৯ খ্রিঃ, ২০/১০/২০২০ খ্রিঃ, ০৩/০২/২০২১ খ্রিঃ; ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ ; ২০/১১/২০১৯ খ্রিঃ; ০৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ; ও ২৪/১১/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

১. জনাব দেবেশ গুপ্ত
২. জনাব অনীক দে ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

১. জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১০৭৬/২০১৩ মামলার গত ১৫/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৩০ নম্বর আদেশে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, অত্র মামলাটি অত্রাদালতের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩১২৫/২০১২ ও ১৪৯০/২০১২ নম্বর মামলার সঙ্গে Analogous Trial হবে। কিন্তু বিগত ২৮/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৪৯০/২০১২ মামলাটি তদবিরের অভাবে খারিজ করা হয়।

ইহা দুইটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মামলার এনালোগাস রায় ।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১০৭৬/২০১৩ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **কুলালডাঙ্গা মৌজার ভি.পি কেইস নং-৩৯/৭৭-৭৮ ও ভি.পি কেইস নং ৫/৭০-৭১ এর অর্ন্তভুক্ত ও গেজেটের** ‘ক’ তফসিলের ৪৫৮ ও ৪৫৯ নং ক্রমিকে প্রকাশিত আর এস ২৮১ খতিয়ানের আর এস ২৪৪৬, ২৪৩৪, ৩৯৪২ ও ২৫৪৫ নং দাগের ৬০ শতক ভুমির মালিক ছিল ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্যের দুই পুত্র বঙ্কিম চন্দ্র ও চারু চন্দ্র এবং ভবানী শংকরের পুত্র হরিশ চন্দ্র , রাম কুমারের পুত্র যতীন্দ্র ও উপেন্দ্র। তাদের নামে আর এস খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। চারু চন্দ্র প্রকাশ চারু ভট্টাচার্য্য মরনে এক স্ত্রী লীলাবতী ভট্টাচার্য্য, ০৩ পুত্র নির্মল ভট্টাচার্য্য, মৃনাল ভট্টাচার্য্য ও গোপাল ভট্টাচার্য্য এবং ০৫ কন্যা যথা ছবি রানী চক্রবর্তী, প্রতিভা চক্রবর্তী, শিলা চক্রবর্তী, খেলুরানী চক্রবর্তী ও রীনা চক্রবর্তী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। চারু চন্দ্রের উক্ত পুত্র কন্যাগনের মধ্যে ছবি রানী চক্রবর্তী ব্যাতিত অপরাপর পুত্র কন্যাগণ ভারতবাসী হন। তাদের কোন ওয়ারীশ বাংলাদেশে নেই। উক্ত ছবি রানীর সহিত কুলালডেঙ্গা মৌজার ফনীন্দ্র লাল চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হয়।

ছবি রানী চক্রবর্তী নিম্ন তফসিলোক্ত সম্পত্তি উত্তরাধীকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে এক পুত্র দরখাস্তকারী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। দরখাস্তকারী চারু চন্দ্রের দৌহিত্র বটে। দরখাস্তকারী উক্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় বিগত বি এস জরিপ আমলে নিকুঞ্জ বিহারী ভট্টাচার্য্য গং এর নামে কতেক সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। কুলালডেঙ্গা মৌজার অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত গেজেটের ক তালিকায় ৪৫৮ ও ৪৫৯ নং ক্রমিকে প্রকাশিত হাল সাং- ভারত মর্মে লিপিকৃত বঙ্কিম ভট্টাচার্য্য ও চারু ভট্টাচার্য্য প্রার্থীকের দাদা হন। প্রার্থীক তাদের হিস্যাংস ব্যাতিত অন্য কারো সম্পত্তি দাবী করেন না। প্রার্থীক উত্তরাধিকারসূত্রে তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে চাষাবাদে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। প্রার্থীক তফসিলোক্ত ভুমিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হওয়ায় উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেন।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৩১২৫/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **কুলালডেঙ্গা মৌজার ভি.পি কেইস নং- ৩৯/৭৭-৭৮ এর অর্ন্তভুক্ত** ‘ক’ তফসিলে ‘ক’ তফসিলের ৪৫৮ ক্রমিকে প্রকাশিত আর এস ২৮১ খতিয়ানের আর এস ২৪৪৬, $\frac{২৪৩৪}{৩৯৪২}$ ও ২৫৪৫ নং দাগাদির সামিল বি এস ৫৮০ খতিয়ানের বি এস ৩১০৮, ৩১৩৩, ৩১০৯, ৩১০৭ দাগাদির ভুমির মালিক ছিল বঙ্কিম চন্দ্র ও চারু চন্দ্র এবং হরিশ চন্দ্র । তাদের নামে আর এস খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে।

প্রার্থীপক্ষ তফসিলোক্ত সম্পত্তি পূর্ববর্তীক্রমে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। তফসিলোক্ত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমিতে প্রার্থীপক্ষ পুরুষানুক্রমে বসতবাড়ি নির্মানে ও বৃক্ষাদি রোপনে ছেদনে এবং পুকুরে মৎসাদি জিয়ানে ভোগদখলে আছেন। বঙ্কিম চন্দ্র চারু চন্দ্র ও হরিশ চন্দ্র ভারতবাসী হবার কালে তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রার্থীকের পিতার বরাবর মৌখিক দান অর্পন করেন। পরবর্তীতে ভি.পি কেস নং ৩৯/৭৭-৭৮ মূলে আবেদন কারীদের পিতা তফসিলোক্ত ভূমির ইজারা প্রাপ্ত হন। তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রার্থীকগণ মূল মালিকদের নিকট হতে মৌখিক দানসূত্রে ও পরবর্তীতে লীজ সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে পুরুষানুক্রমে ভোগদখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

উপরোক্ত তিন মামলায় ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ৩৯/৭৭-৭৮ ও ০৫/৭০-৭১ মূলে উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বরাবর একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-১০৭৬/২০১৩)**

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৩১২৫/২০১২)**

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?

সাক্ষ্য উপস্থাপন (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ১০৭৬/২০১৩)

প্রার্থীপক্ষ মামলা প্রমানার্থে ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **বলাই চক্রবর্তী (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। কুলালডেঙ্গা মৌজার আর এস ২৮১ নং খতিয়ান এর সি.সি এবং বি এস ৫৮০, ৩২৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। জাতীয়তা সনদপত্রের মূল কপি	প্রদর্শনী ২
৩। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। ওয়ারিশান সনদপত্র	প্রদর্শনী-৪

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩১২৫/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মনোতোষ ভট্টাচার্য্য (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। কুলালডেঙ্গা মৌজার আর এস -২৮১ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১
২। একই মৌজার বি এস ৫৮০ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী ৩

অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন। Op.W.1)কর্তৃক দাখিলী ক্ষমতাঅর্পন পত্র **প্রদর্শনী-ক** ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩১২৫/২০১২)

প্রার্থীকপক্ষের সাক্ষী **মনোতোষ ভট্টাচার্য্য (Pt.W.1)** তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রার্থীকগণ মূল মালিকদের নিকট হতে মৌখিক দানসূত্রে ও পরবর্তীতে লীজ সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে পুরুষানুক্রমে ভোগদখলে থাকায় উহা অবমুক্তি পাবার অধিকারী। **Pt.W.1** অত্র মামলায় জবানবন্দি প্রদান করলেও সরকার প্রতিপক্ষ তাকে জেরা করেননি। পরবর্তীতে মামলাটি একতরফা সুত্রে অগ্রসর হয়। যাইহোক, প্রার্থীপক্ষের দরখাস্তের বক্তব্য ও দাখিলী দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রার্থীকপক্ষ মূল আর এস রেকর্ডী মালিকগনের নিকট থেকে তাদের পূর্ববর্তী মৌখিক দানসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকার দাবি করেছেন। স্বীকৃতমতে ভি.পি কেস নং ৩৯/৭৭-৭৮ মূলে আবেদনকারীদের পিতা তফসিলোক্ত ভুমির ইজারা প্রাপ্ত হন। প্রার্থীকপক্ষ মৌখিক দান সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির দাবি করলেও মূলত মৌখিক দানের কোন আইনগত ভিত্তি নেই এবং তৎমূলে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় না। প্রার্থীকপক্ষ লীজ মূলে সম্পত্তিতে দখলে থাকায় তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রার্থীকপক্ষ অবমুক্তি পাবার অধিকারী নন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ১০৭৬/২০১৩)

প্রার্থীপক্ষে বলাই চক্রবর্তী (Pt.W.1) এবং **সরকার প্রতিপক্ষে কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে অনুসমর্থন করেছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম।

অত্র মামলা প্রার্থীক বলাই চক্রবর্তী তফসিলোক্ত সম্পত্তির মধ্যে বঙ্কিম চন্দ্র ও চারু চন্দ্রের অংশীয় সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থীপক্ষের দাবির সমর্থনে বলাই চক্রবর্তী **Pt.W.1** হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় কুলালডেঙ্গা মৌজার আর এস ২৮১ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ২৪৪৬, ২৪৩৪, ৩৯৪২ ও ২৪৪৫ নং দাগের মোট ৬০ শতক ভুমির মালিক ছিলেন যথাক্রমে বঙ্কিম চন্দ্র ও চারু চন্দ্র , হরিশচন্দ্র ,যতীন্দ্র মোহন উপেন্দ্র চন্দ্র। **দাখিলী গেজেটের ফটোকপি (প্রদর্শনী-**

৩) হতে প্রতীয়মান যে, গেজেটের ৪৫৮ ও ৪৫৯ নং ক্রমিকে প্রকাশিত আর এস ২৮১ খতিয়ান তৎ সামিল বি এস ৫৮০ ও ৩২৬ খতিয়ানভুক্ত আর এস ২৪৪৬, ২৪৩৪, ৩৯৪২ ও ২৫৪৫ নং দাগ সামিল বি এস দাগ ৩১০৮, ৩১৩৩, ৩১০৯, ৩১০৭ ও ৩০২৮ দাগের (০.৩০ +০.৩০) =০.৬০ একর সম্পত্তির মালিক ছিল বঙ্কিম ভট্টাচার্য , চারু ভট্টাচার্য্য ও হরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। তাহারা ভারতবাসী হওয়ায় তাদের মালিকানাধীন উক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। অত্র মামলার প্রার্থীক মূল মালিকগনের মধ্যে বঙ্কিম চন্দ্র ও চারু চন্দ্রের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার দাবি করিয়া নালিশী তফসিলোক্ত ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে, আর এস রেকর্ডী চারু চন্দ্র প্রকাশ চারু ভট্টাচার্য্য মরনে এক স্ত্রী লীলাবতী ভট্টাচার্য্য, ০৩ পুত্র যথা নির্মল ভট্টাচার্য্য, মৃনাল ভট্টাচার্য্য ও গোপাল ভট্টাচার্য্য এবং ০৫ কন্যা যথা ছবি রানী চক্রবর্তী, প্রতিভা চক্রবর্তী, শিলা চক্রবর্তী, খেলুরানী চক্রবর্তী ও রীনা চক্রবর্তী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রার্থীপক্ষের দাখিলীয় চারু ভট্টাচার্যের ওয়ারীশ সনদপত্র **(প্রদর্শনী -৪)** পর্যালোচনায় প্রার্থীপক্ষের উক্তরুপ দাবির সত্যতা পাওয়া যায়। প্রার্থীপক্ষ পুনরায় দাবি করেছেন যে, চারু চন্দ্রের উক্ত পুত্র কন্যাগনের মধ্যে ছবি রানী চক্রবর্তী ব্যাতিত অপরাপর পুত্র কন্যাগণ ভারতবাসী হয়েছেন এবং তাদের কোন ওয়ারীশ বাংলাদেশে বসবাসরত নেই। প্রার্থীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে উক্ত ছবি রানীর সহিত কুলালডেঙ্গা মৌজার ফনীন্দ্র লাল চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হয় এবং তাদের সংসারে প্রার্থীক বলাই চক্রবর্তীর জন্ম হয়। **প্রদর্শনী-১** আর এস খতিয়ান ও গেজেট **প্রদর্শনী- ৩** পর্যালোচনায় ইহা স্পষ্ঠ যে বঙ্কিম ভট্টাচার্য ও চারু ভট্টাচার্য পরস্পর আপন ভ্রাতা। প্রার্থীকের মাতা ছবি রানী চক্রবর্তী চারু চক্রবর্তীর কন্যা হন। প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীক চারু ভট্টাচার্যের দোহিত্র হন এবং বঙ্কিম ভট্টাচার্যের ভাইয়ের কন্যার পুত্র হন। সুতরাং প্রার্থীক তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক বঙ্কিম চক্রবর্তী এবং চারু চক্রবর্তীর উত্তরাধিকারী হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সরকার প্রতিপক্ষ তফসিলোক্ত সম্পত্তি একসনা লিজ প্রদান করিয়া সরকারের শাসন সংরক্ষনে থাকার দাবি করলেও প্রার্থীকপক্ষ তা অস্বীকার করেছেন। **Pt.W.1** দাবিমতে কথিত ভি.পি কেস মূলে মনোতোষ ভট্টাচার্য , মিলন ভট্টাচার্য ও স্বপন ভট্টাচার্যের নামে লিজ প্রদান করা হলেও তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রার্থীকের দখলে আছে মর্মে বলেন। সরকার প্রতিপক্ষ তফসিলোক্ত সম্পত্তি লিজ গ্রহীতাদের দখলে থাকার সমর্থনে কথিত লীজ এগ্রিমেন্ট এবং নিয়মিত লীজ মানি পরিশোধ রশিদ আদালতে দেখাতে পারেননি। এ অবস্থায় এরুপ প্রতীয়মান হয় যে, অন্যর নামে লীজ থাকলেও মূলত প্রার্থীকপক্ষের দখলেই তফসিলোক্ত সম্পত্তি রয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় ১০৭৬/২০১৩ নং মামলার প্রার্থীক মূল মালিক বঙ্কিম ভট্টাচার্য ও চারু ভট্টাচার্যের উত্তরাধিকারী হওয়ায় এবং দাবিকৃত সম্পত্তি পূর্ববর্তীক্রমে ভোগ দখলকার থাকায় তফসিলোক্ত (০.৩০+০.৩০) = ০.৬০ একর সম্পত্তির মধ্যে বঙ্কিম ভট্টাচার্য ও চারু ভট্টাচার্যের অংশীয় (০.২০+ ০.২০) = ০.৪০ একর সম্পত্তি প্রার্থীক অবমুক্তি পাওয়ার হকদার বলে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীকের দরখাস্ত আংশিক মঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

অপরদিকে ৩১২৫/২০১২ নং মামলার প্রার্থীক লীজমূলে তফসিলোক্ত ভুমিতে ভোগদখলে থাকায় উহা একতরফাসূত্রে নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

উল্লেখ্য যে তফসিলোক্ত হরিশ চন্দ্রের অংশীয় ০.২০ একর ভুমি তাহার কোন ওয়ারীশ বিদ্যমান না থাকিলে সরকার প্রতিপক্ষের মালিকানায় শাসন ও সংরক্ষনে থাকবে।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল ১০৭৬/২০১৩ নং মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। তফসিল বর্নিত কুলালডেঙ্গা মৌজার আর এস ২৮১ খতিয়ান তৎ সামিল বি এস ৫৮০ ও ৩২৬ খতিয়ানভুক্ত আর এস ২৪৪৬, ২৪৩৪, ৩৯৪২ ও ২৪৪৫ নং দাগ সামিল বি এস দাগ ৩১০৮, ৩১৩৩, ৩১০৯, ৩১০৭ ও ৩০২৮ দাগের সর্বমোট (০.৩০ +০.৩০) =০.৬০ একর সম্পত্তির মধ্যে (০.২০+ ০.২০) = ০.৪০ একর সম্পত্তি প্রার্থীক বলাই চক্রবর্তী বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৪ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অপরদিকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল ৩১২৫/২০১২ নং মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষকের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

১-৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।